রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

অলংকৃত তীর

এই তীর পড়ে ছিল গোপন রাস্তায়,
আমি তাকে তুলে নিয়ে অলংকৃত ক'রে সাজালুম।
তুমিই তো ছুঁড়েছিলে নিজের সহজ অহংকারে,
কোন্ পাখি মরে গেল, কোন্ দীপ্ত গাছের বাকলে
সিঁদুর ছড়িয়ে দিল একবার ভেবেও দেখনি,
আমি তাকে মুক্তাখচিত ক'রে তোমাকে দিলুম।
যাকে তুমি ছুঁড়েছিলে চেয়ে দেখ চিনতে পারো কিনা,
রুহিতন মুখে আজও রক্তের গন্ধ লেগে আছে,
লতা-গুল্মে পড়ে ছিল পাখা ভেঙে এতদিন একা,
আমি তাকে মন্ত্রজীবিত ক'রে তোমার বুকের কাছে এই রাখলুম,
যদি বেঁধে, যদি মুহূর্তও দুঃখ দেয়; অচেতন অহংকারে
ছুঁড়েছিলে যাকে
হীরা-মরকতে গেঁথে সেই তীব্র আমি আজ ফিরিয়ে দিলুম।

শব্দছবি

বারোজন বোবা এসে বেঞ্চিতে বসে
সোদপুরের প্ল্যাটফর্মে, অন্য এক বোধের জগতে।
দুই তর্জনীর যোগে ক্রুশচিহ্নে। আঙুলের দুরূহ বিন্যাসে
অনর্গল নিঃশব্দ তামিল বলে যায় :
মধ্যে মধ্যে আর্ত চিৎকার
জনসাধারণ কিছু বুঝতে পারে না।

বোবাদের মতো কেন ইশারায় খেলতে পারি না?
কেন সব মূর্ত, সাবয়ব,
এক চমকে দেখতে পারি না?
কাছে এনে কষ্ট ক'রে মুখ দেখতে হয়;
কুড়ুল, বাদামফুল, গোলগাল ঠিকেদার শব্দহীন ছুরি,
সব কিছু নির্বিশেষ কুয়াশায় ডুব দিয়ে থাকে—
আমি ক্রমে তুলে আনি, মুক্ত করি আপ্রাণ প্রয়াসে,
ওরা কিন্তু চলচ্চিত্র স্পষ্ট দেখছে শূন্যের পর্দায়
এমন সুন্দরী... দ্যাখ ট্যারা হয়ে যেতে হয়
রড রক্ত দুই ভাগ... ছেমড়া-ছেমড়ির খেলা সব
নারদ জগৎশা, তার উস্কানি, কানে ঝুলছে বুনো রোম,
পাজি, নচ্ছার, শয়তান, ফেরেব্বাজ,
মদ-চোলাই কারখানার পেছনেই গোমেদরঙের এক মস্ত সূর্য
আমি এইসব টুকরো, ভাঙা জড়ো করে
একটিই চিত্রকল্প গড়ে তুলতে চেষ্টা করলুম :
বায়ু অর্থাৎ বাতাস, অগ্নি অর্থাৎ আগুন, এইভাবে নয়;
শুধু শব্দ, ধ্বনি, শব্দছবি, ঠারে-ঠোরে শুধু বলতে চাই।

ডাকিনী

পঁচাশির রুটে বাস, কী আশ্চর্য সেদিন দুপুরে
বাবুকোয়াটারে এসে থামতেই, বুকের ভেতর থেকে চোখ
সরিয়ে দেখলুম:বাস ফাঁকা। আমি পেছনের সীটে ব'সে,
আমার সম্মুখে
একা একটি মেয়ে, তার সুষ্ঠ পিঠ, ফুলবাগান খোঁপা,
পাকা গমের রঙের হলুদ জামাটি,
শাদা ঘাড়টুকু দেখতে পাচ্ছি, আমি ন'ড়ে যাই,
একশো মুহূর্তে পুড়ে যাই,
তীব্র নিগূঢ় আগুনে:মুখশ্রী কেমন? ঠোঁটে স্নিগ্ধ মৌরি হাসি
নাকটি টিকালো? এমন সময়ে—
আতপুর স্টপে এসে পড়তেই, চাঁদের উজ্জ্বল পৃষ্ঠ
মেয়েটি হঠাৎ
সীট ছেড়ে উঠে, সরাসরি আমার দিকেই ঘুরে
দুই বোবা নীল চক্ষু বিঁধল; আমি তৎক্ষণাৎ সভয়ে দেখলুম
কী ভীষণ মুখ তার; তিনটি করাল দংষ্ট্রা বেরিয়ে এসেছে
নিঃশব্দ ত্রিশূল; আর তীক্ষ্ণ হনূর ডানদিকে, রক্তিম আঁচিল ফুঁড়ে,
স্পষ্ট
একটি কঠিন পিংলা রোম, যেন পাড়াগাঁর তালধ্বজ বাড়ি।
আমি আঁতকে উঠলুম। এইভাবে মেয়েদের তঞ্চক পেছনে
সুছাঁদ সৌষ্ঠবে ভুলে, আগেও বুকের রক্ত খেয়েছে চমক।